যুগান্তর

JAN. 31 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বাংলা একাডেমী সভাপতির পদত্যাগ

বাংলা একাডেমীর সভাপতির পদ হইতে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিনম্র পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার খবর কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়াছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি কেবল নিঃশব্দে সরিয়া যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। তাহার পদত্যাগপত্রে বিরক্তি বা ক্ষোভের কোন প্রকাশ ঘটে নাই। এই সংযত প্রতিবাদের ভাষা সকলের জন্যই শিক্ষণীয়। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে যে বর্তমান সেই সত্য প্রকট হইয়াছে। এমন একটি ঘটনার সূত্রে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হইয়াছে যাহা মর্যাদাসম্পন্ন যে কোন শিক্ষাবিদ বা সংস্কৃতিসেবীর স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত অপমানজনক এবং জাতির সাংস্কৃতিক সুস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বিশেষ। একাডেমীর সভাপতি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরিত পত্রে তাঁহার পদত্যাগ করিবার সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যেই জানাইয়া দিয়াছেন. যেহেতু বাংলা একাডেমী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইহার সভাপতি পদে কয়েক বৎসর যাবৎ আসীন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁহার পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন. ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আসন্ন বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনিই সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া একাডেমীর মহাপরিচালক ইতিমধ্যেই তাঁহাকে অবহিত করেন এবং এই জন্য তিনি মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মেলা শুরুর অল্প আগেই জানা গেল যে. মহাপরিচালকের অনুরোধপত্র প্রত্যাহার না করিয়া সরকারি নির্দেশেই অনুষ্ঠান আয়োজন-এন্তেজামের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হইয়াছে. ইহাতে বাংলা একাডেমীর সদস্য ব্যতিরেকে সভাপতির অন্য কোন ভূমিকাই রাখা হয় নাই. খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতি ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে. একাডেমীর গ্রন্থমেলা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব যে একাডেমীর সভাপতিকেই করিতে হইবে এমন বিধিবদ্ধ কোন আইন নাই। এই কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও বলিয়াছেন। তবে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনামলে প্রচলিত একটি স্বস্তিদায়ক রেওয়াজ সমাসীন সভাপতির অগোচরেই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আমলাদের কলমের খোঁচায় রদ হইবে– ইহা বিশাল গণতান্ত্রিক রায়ে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের আমলে বিস্মিত হইবার ঘটনাই বটে। সরকারি মহল কী একটিবারও ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না. তাহারা একজন দেশবরেণ্য অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর মতো জাতির অহঙ্কারের প্রতীক যে প্রতিষ্ঠান তাহার মর্যাদা কতটা ক্ষুণ্ন করিলেন? আরও অপমানজনক ব্যাপার এই যে. সভাপতির নিকট প্রেরিত পত্রে তাঁহাকে সভাপতির বদলে শুধুই একাডেমীর 'সদস্য' হিসাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। শুধু সভাপতি নয়. মহাপরিচালকের পদমর্যাদাও এইবার বেশ কিছুটা ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেওয়াজ অনুযায়ী একইভাবে গ্রন্থমেলার স্বাগত ভাষণ মহাপরিচালকই রাখিতেছেন। এই অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্বটা কেবল তাহার উপর বর্তানো হইয়াছে। সমগ্র ঘটনাটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের চিত্তের সাংস্কৃতিক দীনতাই প্রকাশ করিল। এই ঘটনা দেশের সংস্কৃতি গোত্রের ঔদার্যের ধারাকেও ব্যাহত করিবে। সূচনাকাল হইতেই বাংলা একাডেমীর সভাপতি বা মহাপরিচালক পদে যে শ্রদ্ধাভাজনগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন– তাঁহাদের কাহারও বেলায় এমন একটি বিব্রতকর ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ করা যায় না। রাজনৈতিকভাবে অনেক সংকট সংকুল সময়েও সভাপতিগণ মেয়াদকাল পর্যন্ত তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান এই ব্যাপারে যে কথা বলিয়াছেন তাহাও ধরি-মাছ-না-ছুঁই গোছের। তিনি বলিয়াছেন. এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এখনও কিছুই জানেন না। অথচ নতুন বন্দোবস্ত অনুযায়ী সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীই বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন। কী বিচিত্র জবাব! গণতন্ত্রে রাজনীতিবিদ বা মন্ত্রীদের এই জাতীয় দ্ব্যর্থক ভূমিকার কোনই অবকাশ নাই।